প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

সূচীপত্র

অন্বিষ্ট

(প্রাণকৃষ্ণ পালকে)

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক্ স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সরল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙীন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ

দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে চিলে শালিকে টিয়ায়
ট্রামে বাসে পায়ে পায়ে গ্রামান্ত শহরে কলে মিলে
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে বাষ্পে ছাপে রঙে রঙে আমাদেরও চিদম্বরম্

তাই তো দেখেছি নিভৃত বনের মৌনে
চৌমাথার মোড়ে দিনান্তের ছায়া নামে
বনস্থলী গ্রামে ঘরে ঘরে বস্তিতে বস্তিতে
কে কখন ফেরে গুণে-গুণে কে কখন যায়
আমারও আলোক মেশে আঁধারের উদ্ভিদ্ সাগরে

তাই, তেপান্তরে পাহাড়ের আড়ে
সূর্যের দেখেছি যাত্রা ফেরার বিদেশে
সেই লাল, সেই সাতরঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মাণ রক্ত স্নায়ু হাড়ে,
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধনী
ক্ষেতে ও খামারে, কুটীরে, টিলায়, লাঙলের ঘায়ে

শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

আমার জীবনে তুমি দিনরাত্রি একান্ত আকাশ
হাওয়ায় হাওয়ায় সর্বদা নিশ্বাস
কখনও আষাঢ় মেঘে পূবালি বা শ্রাবণের সঘন
কোনো দিন কিংবা কোনো রাত্রে
উদ্দাম স্বেদাক্ত নৃত্যে উন্মুখর উর্মিল হাওয়ায়
তোমার উপমা
কিংবা মাঘে স্বচ্ছ খর নীল দিনে
কখনও বা সরল আশ্বিনে
হাওয়ায় হাওয়ায় করি অন্তরঙ্গ পরিক্রমা

তোমার জীবনে আমি আগন্তুক
আকস্মিক উৎসব কৌতুক
কিংবা এক উপহার জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে
এনে দাও যত্নে তুমি কিনে মহার্ঘ যৌতুক
তারপরে মুছে যাই সময়ের ভিড়ে
এদিকে ওদিকে কোথা ঝরে যাই দৈনন্দিন চিড়ে
কিংবা যেন বন্যা এক আসি
মহা আড়ম্বরে আর চলে যাই কোথায় প্রবাসী
চৈতন্যের কপিল সাগরে

কবে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণেব বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনও একাগ্র ঝঞ্ঝা কখনও উন্মনা শুকতাবা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ ?

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, প্রাকৃত রাত্রির নীলে
নীলাকাশে মেলে দাও ভাস্বর ঘুমটি দাও মেলে,
কত না ক্লান্তির ম্লান মুক্তিস্নান নিশ্বাসেঃপ্রশ্বাসে
অস্ফুট স্রোতগ বাক্যে এপাশে ওপাশে ফেলে
ভেসে যাও চেতনার আশ্বস্ত নিখিলে

কত সূর্য নক্ষত্রের সমুদ্রব্যাপ্তিতে, সন্তত আভাসে
ঘুমন্ত তোমাকে দেখি, কান পেতে শুনি, তুমি ঘুমাও ঘুমাও
নিদ্রাহীন পরিক্রমা, ঘুরি ফিরি চাঁদিনী প্রান্তরে,
পাহাড়ে, পলাশবনে, ছায়াপথে, ঝর্নাধরা ঝিলে,
ঘুমন্ত সূর্যের নেভা বিদ্যুতের আহরণ-ঘরে

—দিকে দিকে ঘুরে দেখি নিস্তব্ধ তন্ময় একা, দিই না ঘুমাও
পাছে ঘুমে ওঠে ঢেউ, থরোথরো হৃদয়ের ঐকান্তিক স্বরে
চকিত সংবিৎ পাছে থমকায় আকস্মিক মিলে।
তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ-আদরে
তোমার সত্তাকে দেখি, তোমার হৃদয় শুনি—এখনও ঘুমাও।

আমার কাজই হল দিন আনা দিন গুণে যাওয়া
সোনা-সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া

আমার হৃদয় এক আকাশের একটি হৃদয়
অনেকের এক পরিচয়
ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্তে বয়
শিরস্ত্রাণ আকাশের হাওয়া
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় আমার দুচোখে

শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
রঙের সে-মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে পাড়ে উদ্‌গ্রীব আকাশে
মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে

আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে
পাকাধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে
সোনালি হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে
উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে

দেখেছি অকাল মেঘে কার্তিকের প্রশান্ত আকাশে
সূর্যাস্তের ঘোর বর্ষা রঙের হঠাৎ বন্যা দুরন্ত মেঘের দেশে
জবাকুসুমসঙ্কাশ সর্বনেশে ডাক
নিঃসহায় দেখেছি অবাক হাতে-হাত করেছি উপায়

আমার অনেকদিন হাতে হাতে দিন গুণে যাওয়া
প্রাণ ভ'রে গান ক'রে অনশনে গান শুনে যাওয়া
অনেক সূর্যাস্ত আর বহু সূর্যোদয় মৃত্যুঞ্জয়
অনেক হৃদয়ে দেখি অনেকের চোখে
সূর্যাস্তের অগ্নিবীণা সূর্যোদয় শীতল আলোকে।
তাই তো নিশ্চয় জয়
তাই তো অমরলোক রূপনারাণের পায়ে এই মর্ত্যলোকে

*　　*　　*

তোমার মুঠিতে গুচ্ছ বসন্তের একচ্ছত্র প্রাণ !
মেলাও আজ ও কাল দৈনন্দিন কাজের সূচীতে,
ফুলন্ত ফলন্ত হাওয়া মুক্তি পায় তোমার মুঠিতে,
বরণীয় তনু ঘিরে যে জীবন নিত্য স্পন্দমান
দু'চোখে তা উন্মীলিত স্বপ্ন এক, তাই বর্তমান
দিনরাত্রি জ্বেলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ।

ঘরে ও বাইরে তুমি জ্বেলে দাও আলো অনির্বাণ,
ঘরেরই প্রদীপ আনো, জ্বেলেছিলে যে শিখা দুটিতে
সে আলোয় দীপাবলী, দূর দূরান্তর সে সংগীতে
উন্মুখর উদ্ভাসিত চিত্তে চিত্তে উন্মোচিত গান
জীবনের বসন্তের নির্মাণের ঘরের স্বপ্নের গান গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পথের ধুলায় প'ড়ে ? বরণীয় তনু হিম প্রাণ-
হীন প্রাণহীন প'ড়ে পথের ধুলায় প'ড়ে রক্তময় বসন্তের প্রাণ ?

এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে ?
ওড়াও উর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি
পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ সংবিতে
তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী।
সৃষ্টিময় জীবনের সুর্যে সুর্যে পরাক্রান্ত গান।

২

এক ঘেয়ে দুপুরের পথ
ট্রাম বাস পায়ে পায়ে গাড়ি বাড়ি দোকান ফেরির ডাকে
সাধারণ রোজকার রোজগারের—কারো নয়, কলকাতার পথ
দুপুরের অভ্যাসের পাকে
আপিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা নাকি ও বুঝি ধর্মঘট
মামলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট

আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বাজারে
এক ঘেয়ে ভাদুরে ঘোলাটে
এক ঘেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নেতির আস্তিক আবির্ভাবে
কিসের প্রতীক্ষা তবু কি এ অবসাদ

মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কি বিস্বাদ
—কোথায় জীবনে গান সমুদ্র পর্বত
কোন্ দূরে পাথসাটে
কোথায় বিহঙ্গগুলি
ট্রাম বাস জীপ্ লরি দোকান ফেরির-ডাক
জীবনের স্রোত কোথা প্রত্যহের পাঁকে কাটে
দুপুরের পথ—
কোথায় শ্রাবণধারা আষাঢ়ের গান
আশ্বিনের সূর্যের কোথায় সে শরসন্ধান

তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে কব্জির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে
ভাসিয়ে শরৎ ঝর্না ধানে গানে কিশলয়ে কাশে
ক্ষেতের আষাঢ় বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে
ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পার্থিব মতো
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত
ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া তুই তুই কিতারে কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র-পর্বত
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে '
নতুন ফসলে
কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসবলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দ প্রচুর
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর ?

বিবর্ণ দুপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐকতানে সূর্য সূর্য অস্তাচলে।

আমি চাই ঘরে আনো সন্ধ্যাদীপে পৃথিবীর গান
চোখে আনো ক্লান্তিহীন সমুদ্রের মানসের নীল
তুমি ছোটো নীলাকাশে পায়ে পায়ে ছোটাও পাষাণ
দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল।

আমি একা একা ভাবি ছোটো ছোটো সুখে
বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে
আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে
আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে।

তুমি আজো আত্মদান চাও বৈশাখীতে
দূর সমুদ্রের গানে কর্মময় তীব্র অভিযানে
তোমাব সময় নেই অনাগত আমার সংগীতে
শব্দের মিছিলে ছোটো আষাঢ়ের আসন্ন প্রয়াণে।

আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ
আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান
বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় মন্থিত কূজন
রোমাঞ্চে দুহাতে কবে তুলে' নেবে আমার অঘ্রাণ?

তোমাকেই চাই তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝন্‌ঝনা উপহার
আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।

স্বপ্নে নয়, নরকের পবে এ রচনা।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচার
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যূষ থেকে আনন্দের কণা

দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও

নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্তি মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি ছবি আমাদের।

নরকের পরে এ রচনা।
অনেক বছর ধরে অনেক রাজার রাজ্যে গাঁ উজাড় বাজারে বাজারে
জীবন তো সেকালের কড়িকেনা দাস কারো নয় কেউ
আর জীবিকা তো কুবেরে কোটালে ঠগে ঠগে ইঁদুরে শেয়ালে
দেশে দেশে দৈনন্দিন ইংরেজ মার্কিন যেহোক সেহোক অসহায়
পণ্যস্ত্রীর চেয়েও অধম।

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি।

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে' যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জ্বেলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে।

আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূর ঘিরে
আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রূর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত রেখার আশা, চরম মুহূর্ত শুধু ছাড়পত্র
ছাড়পত্র নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।
আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সমুখে
তুমি।

আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়
ভালো মন্দ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণায়
সত্তার সংহতি দিয়ে শরীর মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলায়
একলব্য তীর সেধে সেধে বেঁচে বেঁচে
বেঁচে থেকে থেকে শূন্য তেপান্তরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
দৈত্যের পুরীতে গুপ্ত কঠিন গুহায়
দিন দিন বছর বছর হিংস্রলোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের
শেষের টিলার নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যেপুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আবারও দেশ, দুহাত মিলাও।

আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি,
তুমি জানো নাকো আছি
তোমার হাওয়ায় শ্বাস টেনে কাছাকাছি।

তোমারই পসরা, তোমারই তো পটে
রং এঁকে বিকিকিনি
তোমার না-জানা আমার নিত্য আত্মদানের বটে,
হাটে অঙ্গনে হৃদয়ের সঙ্কটে।

তুমি চেনো নাকো তোমার পাশের কে সে
হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে,
তুমি যাও ঘরে, রাখালের মাঠে কিংবা নদীর তীরে
পাশে পাশে চলে আলোর মতন
হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে
তোমার না-জানা সহচর, দিন গোণে
কবে যে তাকাবে জনতা কিংবা খুশি হয়, নির্জনে।

আজ শুধু রাখি তোমাকে দুবাহু ঘিরে
পায়ে পায়ে চলি হাওয়ার মতন ঢেকে
মেঘের মতন তোমার গন্ধ মেখে
তোমার না-জানা দিনরাত ঘুরি ফিরে'।
পড়োশীরা হাসে, জানে ভিন্-গাঁয়ে লোকে,
কত না বছর দেখেছে যে কৌতুকে
কেউ হাটে কেউ বটের তলায় কেউবা নদীর তীরে।

৩

(বৌধায়ন-কে)
আমাদের স্থান আর কাল
আমরা রচনা করি হাতে
আমাদের সন্ধ্যাসকাল
হাতুড়ি-মুখর সঙ্ঘাতে।
তবু আমাদের ইলোরায়
স্থান কাল অলক্ষ্যে ঘোরায়।

আমাদের রচনা তো নয়
এক-ফোঁটা বাষ্প-চোঁয়া জল
আমাদের বিরাট সময়
বিশ্বগ্রাহী তাই কৌতূহল
আমাদের উপমেয় নদী,
স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি।

অতীতের শূন্য হাহাকার
শুনি না, গঙ্গোত্রী অতীত
স্রোতে ঢালি কপিলগুহার
সমুদ্রে মেলাই সংবিৎ
কিংবা গড়ি খোদাই পাহাড়,
নিজেরাই হাতুড়ি ও হাড়।

আমাদের স্থান আর কাল
আজ শুধু সন্ধ্যাসকাল
ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে
দেখো আছি আমরাই দূরে।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দেখো চেয়ে কালের মুকুরে ॥

* * *

যাই ব'লো তুমি, পরগাছা নই, বটে
পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা।
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে
তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে।
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।

শ্মশানঘাটের বটের ঝুরিতে তীর্থ
তোমার আমার মিলনে না হোক, তবুও

আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাত মন্দ সঙ্গতে তাল দেয়নি—
এও তো সাধনা, নাইবা হলুম সংবাদ।

সাহস হয়তো কমই, ছাড়ি নি কো সংসার,
কঠিন ব্রতের কবচ বাঁধি নি হৃদয়ে,
ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক,
তবুও জীবন এ বীরভোগ্য জীবনে
বহু উপভোগ করেছি তো—জানি দাবি নেই,

শুধু টলোমলো শ্রাবণদীঘির কল্লোলে
আস্বাদ পাই ভবিষ্যতের মোহানায়।
শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাল্গুনে
—আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার।

তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি
প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি
তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে।...
বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন-দেখা চাল।

তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
কতকাল যে তোমার কানাকানি।
তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
তোমার আসা ইতিহাসের কাল।...
বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল।

শতাব্দীতে তোমার পদধ্বনি
মুহূর্তের হৃৎস্পন্দে তাল
তাই তো দাও, ত্রিকাল তাই গণি
আমার প্রাণে মুখর করতাল
তোমার ভাষা রচনা করি ধনী।···
বিজ্ঞ বলে বলুক্ না দালাল।

পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে,
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে?
কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর
ঊষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর!···
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি
অন্ধকারে ঊষার ভৈরবী
তোমার দানে আমার অভিযান
তোমারই প্রেমে সাধনা অম্লান
তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল··
বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল।

*　　　*　　　*

সুয়োরাণী সেজে রাক্ষসী জাল বোনে
তবু দুয়োরাণী পেয়েছে অমর ছেলে
তরুণ-কিশোর বনে যায় অবহেলে
আরেক রাজার কন্যা যে দিন গোণে

বন্দিনী রাজকন্যা যে দিন গোণে
মহলে মহলে ঘুরে' ফিরে করে গান
কখনও অশ্রু মোছে বা ঘরের কোণে
স্বপ্নে কখনও ভাঙে বা বর্তমান।

সূর্যকে তারা প্রাকারে বাঁধবে বলে
আলোর স্বত্বে বলছে বানাবে কোড়া
বলে পরমাণু ফাটাবে স্বর্ণছলে
মারণ-মন্ত্রে মারবে প্রাণের ঘোড়া।

কুমীরপরিখা তবু পার হবে দেখো
কন্যা তোমার বন্ধুর দেখা পাবে
তোমার দুচোখে ভরসার হাসি রেখো
মাঠের সবুজ ঝল্‌সাবে কিংখাবে।

তাইতো জাদুর প্রাসাদে কন্যা হাসে
তাইতো আলিসা ধরে মেলে দেয় বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলে কখন যে আসে
দুই চোখে দেখে দীর্ণ দুইটি শ্রেণী

বৃথাই প্রহরী বৃথা রাত করা দিন
বৃথা সূর্যকে সোনার শিকলে গাঁথা
অনেক দিনের অনেক বনের ঋণ
খাক করে দেয় প্রাসাদের উঁচু মাথা

পরমাণু হল পরমান্নের ভোজ
মারণমন্ত্রে মায়াবী নিজেই মরে।
এবারে কন্যা মিলবে তোমার খোঁজ
লালকমলের খোলা আঙিনার ঘরে।

তাইতো প্রাসাদশিখরে কন্যা হাসে
বন্দিনী মেলে আকাশে আলগা বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলেকে সে ভালোবাসে
হৃদয় যে তার আগুনে মেলায় শ্রেণী

মানুষ দুটির নিশ্চিতস্বরে সাধা
হৃদয় মানে না কোনো শাসনের বাধা
তাদের ঐক্যে নেই কোনো সংশয়
মুক্তি তাদের নিশ্চয় স্থির জয়

তাই এ এদিকে জ্বালানি কুড়ায় পাতা
কাঠ কাটে আর কখনও বা দেয় আগুন
আর ওদিকে ও একা গেয়ে গেয়ে মাতে
দালানে দালানে—ফেটে পড়ে ফাল্গুন।

*　　　*　　　*

তোমার সময় নেই, চলো তুমি উর্ধ্বশ্বাস রথে,
জয়যাত্রা পূর্ণ হোক। জেনো বীর এ যাত্রা বিরাট
বিস্তৃত ক্রান্তিতে চাই বহুবিধ কর্ম পানিপথে
আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিআট্।

কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডূকভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিংবা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।

তোমার সময় নেই, রথচক্রঘর্ঘর ধূলায়
উদ্দিষ্ট ছবির স্বপ্নে থরোথরো তন্ময় সন্ধ্যার
ঐশ্বর্য ঢাকেই যদি, তবু জেনো শমীর কুলায়ে
প্রাণের বিহঙ্গ গায়, প্রত্যক্ষের দুস্থ অন্ধকার
সারথি! ঢাকে না যেন জীবনের উর্মিল আকাশ
জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস।

*　　　*　　　*

দেখ দেখ
তরুণ কুমার ঐ মাথা কোটে বার বার
মরিয়া আবেগে

চুল ওড়ে রক্ত লেগে লেগে
মাথা কোটে প্রাণের আশায়
সে যে ওগো উজ্জীবন চায় তরুণ কুমার ঐ
তোমার আমার।
মাথা কোটে প্রবল সাহসে
প্রচণ্ড আশার অন্ধ দুরন্ত আক্রোশে
নিজেরই মাথায় চায় বসুধার স্তম্ভিত ছাউনি
বাসুকীর ভার
সে তো নয় অপরাধী চোর কিংবা খুনী
সে শুধু প্রচণ্ড আশা ধরে
সে তো শুধু ভাষা খুজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।
তাইতো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রীর সংবাদে ক্ষেতে মাঠে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

এসো তবে প্রাণ দিই প্রাণে প্রাণে আমরাও
পাষাণে পাষাণে
চোখ দিই এ অন্ধ আবেগে
মন দিই আত্মদানে কর্মে গানে
উঠুক উঠুক জেগে আবিশ্বপাষাণ
কিশোর কুমার পাক প্রাণ
আমাদেরও পরিত্রাণে।

৪

(অশোক সেনকে)

এখন সাপের বাসা ঐশ্বর্যের গৌরব গৌড়
কিংবা ফতেপুর কিংবা হরপ্পার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ
ভূমিসাৎ ভগ্নস্তূপ, শিল্প আজ দুস্থের সংবাদ।
আর বুঝি আহার্যের খোঁজে নামে কালের গরুড়
ছন্দের বিপ্লবী পর্বে। আর, চন্দ্রবোড়া শঙ্খচূড়
সতর্কে এড়িয়ে এসে বিজ্ঞ লেখে প্রত্নের বিবাদ,
নিয়ে যায় মূর্তি, ছবি; শিল্পের উচ্ছিষ্টে তোলে ছাদ।
আর জমে শীতকালে সপ্তাহান্তে টুরিস্ট্-খেউড়।

শিল্প আজ ভূমিসাৎ, পুনর্সংস্কারের অতীত,
চিড়িয়ার নীড়, তবে নেই বটে অরণ্যের স্বাদ,
তথ্য, তবে সত্তা তার দোলায় না কারোই সংবিৎ—
গ্রামগ্রামান্তের লোক যদি কেউ শিল্পের বিষাদ
ভেঙে দেয় সে তাহলে কুটিরের দেয়াল বা ভিৎ
ভাঙা ইটে দেবে বলে—শিল্পে দেবে প্রাণের প্রসাদ।

সাজাই ক্রটির মালা বুনি বাঁধি আমাদের অনেক তফাৎ
লিখি বহু মৌন বা সরব বাদবিসম্বাদ
তবুও স্মৃতির একী দৌরাত্ম্য, বাগান
তোলপাড় দুহাতে উজাড় করে শূন্য করে
ভূমিসাৎ মননের দৃঢ় বর্তমান।

ছিঁড়ে যায় হারের আড়াল ভিন্নতার জামেয়ারে হাড়
জীর্ণ বালুচর তিক্ততার
ভাঙা পাঁচিলের পারে বেয়ে চলে আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর

লাল মাটি কালো টিলা নীলাকাশে সুনীল শিখর
ঝর্নাজল পাড়ে পাড়ে অরণ্য সবুজ

অবিরাম হানা দাও একান্তে সত্তায় তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ,
স্মৃতির শিকড়ে নিত্য
জীবনের পরাগে পরাগে অনিবার্য হাওয়ার মতন।

* * *

এখানে চোখের আলো ঝিলিমিলি জীবনের অন্ধকার ঘরে,
মানসের পাখি ছেড়ে সভ্যতার কর্কটশৃঙ্খল,
কষ্টিপাথরের চূড়া ছুটে চলে স্বচ্ছন্দ নির্ঝরে
প্রতিভার আবেগে প্রবল।

ওকে ও সুন্দরী তন্বী শতধা যে হাজার মুকুরে
কত না দয়িত মুখ ত্রিনয়নে ছিন্নভিন্ন উরুবাহুহাত!
সন্ন্যাসী কি বুকে ধরে বধূকে এ বৈতালিক সুরে?
বিজ্ঞানের নিষ্কম্পনিবাত

দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর? আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নাও গের্ণিকার দহনে ভাস্বর,
ধ্বংসেই বাসর।
পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বারবার সমুদ্রের নিত্য অভিযান

নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ?

একই হাতে কি দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পলির প্রান্তর
শ্মশানে কবরে এ কী গেঁথে যাওয়া মৃত্যুহীন সাতনরী প্রাণ
যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণায় মাধুর্যে নির্মাণ
বিপ্লবীর তীক্ষ্ণ রূপান্তর।

নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক
দুইতট উন্মুখর এক স্রোতে
শাদা হিম দূরে রেখে লবণাক্ত নীলের সন্ধানে
বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সঙ্গীত দ্বান্দ্বিক।

তবুও হঠাৎ জাগে আকাশে মাটিতে মরুভূমি
আশঙ্কার উল্কার আকাল
সন্দেহ বিদ্বেষ অপঘাত
প্রত্যহের স্রোতে আসে ভূতত্ত্বের বিলম্বিত কাল।
আমি চলি দুঃস্বপ্নের শুষ্কতায়, তুমি

তুমি আর নয় কি আমারও
এই অরণ্যতিমিরে অলকনন্দায়,
সিন্ধু বুঝি পলাতক, ভগ্নস্তূপ শ্বাপদসম্পদ
সমৃদ্ধ মহেন্‌জো-দারো ?

নাকি এ হঠাৎ গ্রীষ্ম হিমানীর উৎস ধারাজলে
ক্ষণিক পঙ্কল ?   নিঃস্ব মানসের হ্রদে
নামাবে আবার বৃষ্টি গলবে তুষার
তুমি অপরূপ পাবে সেই তটরেখারূপ পাহাড়ে পাহাড়ে
টলোমলো তোমার স্বরূপ ?

*   *   *

নিভে গেছে অনেক আলোই, এদিকে ওদিকে কয়েকটি লুকানো বাল্‌বে
উৎসব জীয়ানো শুধু।   আমাদের মানুষের প্রাণের উৎসবে
তুমি রাখো চোখ দুটি ঐকান্তিক, যুগান্তের কখন কি কল্পে
শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের
আপন স্বভাবে।
আমার হৃদয় পায় তোমার শরীর ঘিরে মনের কিনার ঘুরে

অহরহ আপন সত্তাই, ভেদের মিলনমৃত্যু, দ্বৈতের একতা, বীজকম্প্র,
আমাব দুচোখে তুমি দুইচোখ দেয়ালের ছবিসারি তোমাকেই ঘিরে।
বধির বিপ্লবী সুরস্রষ্টা বুঝি বিরাটসঙ্গীত রচে তোমারই ও নম্র
সত্তার সংহতি খুঁজে সমর্থন পেয়ে পেয়ে তোমার উত্তাপস্পন্দে
আমাদের কানে
পেশল আনন্দ-গাথা ঝন্‌ঝনিত অজেয় মধুর 'তেম রুসে' তোমার
একাত্মভাষে সহজিয়া গান তেম রুসে।
নিভে গেছে পর্সিলেন পরীজ্বালা আলো, কয়েকটি লুকানো আলো
একোণে ওকোণে
আর আলো তোমার দুচোখে স্মিত আমাদের বর্তমানে মাধুর্যে
গৌরুষে মানুষে মানুষে
এই গানে বেঠোফেন কোন্‌দিন পাহাড়ে পাহাড়ে তরলসঙ্গীত বোনে,
বুনে বুনে গোণে।

চাইনা তোমার কাব্যে দ্রুতলভ্য মিল।
এ অভাবে অনটনে নিষ্পেষিত দৈনন্দিনে
আমি খুঁজি মানসের সেই পরিক্রমা
যেখানে অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত তুমি
মেলে দাও চোখ, দুই পাখা
দুই মানসবলাকা
চলে যায় দিকচক্রবালে সবুজ শিখরে
যেখানে তমালতালীবনরাজিনীলে উন্মুখর সমুদ্রসলিল

চাই না সংসারে বন্দী আপাতপয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে

মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গ ভেঙে অন্ধকার ভেঙে স্থরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার স্বরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলী হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের।

আমার অতীত দীর্ঘ, পশ্চিমের দিনান্তছটায়
দীর্ঘছায়া শালবন।

তবু লাল কাঁকরে মাটিতে
আস্বাদ ফুরায় নাকো সম্ভোগের আমর্ত্য ঘটায়।
বার্ধক্য পেশীতে শুধু
রৌপ্যকেশ বৃথাই রটায়
মুখে মুখে পাতাঝরা মাঘের খবর,
স্নায়ুর ঘাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজও, হিরণ্ময় সত্যের বাটীতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।

কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ঘুরি মাটিতে কাঁকরে
নীলে নীলে সোনালি জলের স্রোতে স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে।
—শিশুর মতন নয় ঘুড়ি নিয়ে কিংবা ফানুষ—
বিস্তৃত অতীত নিয়ে।
অস্তিমের তৃষিত পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে!
তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ।

১৪ই অগস্টে

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি ?
তনু-প্রান্তরে থামে নাকো যাওয়া আসা ?
হৃদয়ের দীঘি অবিরাম যে গো ডাকে
দগ্ধ দিনের তৃষ্ণিকা টলোমলো
তাই তার কথা বলা ছাড়া কাজ কৈ !

তোমরা চেন না, তাই কি মিথ্যা খুঁজি ?
তোমরা কি জানো সূর্যের সোজা ভাষা·
চাঁদের আলোয় তোমরা কি পাকে পাকে
স্বপ্ন খুলেছ জীবনের ছলোছলো
চোখের আলোয় ? তোমাদের চেনা বৈ

মিথ্যা কি এই দিন ও রাত্রি বলো ?
আকাশ কি শুধু ঘরের কোণায় পুঁজি
তেপান্তরের বটে শুধু ভয় থাকে
দীঘি বুঝি শুধু মাৎস্যন্যায়েই ঠাসা ?
তার কথা শুধু অসার কথার খৈ ?

তবে শোনো বলি জীবিকায় বলো রুজি
জীবনের পথে তবে কেন বেঁকে চলো
চক্রবৃদ্ধিহারে দাও ভালোবাসা
খাজাঞ্চিখাতা কেন সংসার ঢাকে
আর কতকাল চালাবে মিথ্যা ঐ ?

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি !
হৃদয়ের মাঠে থামে নাকো যাওয়া-আসা,
তালদীঘি নদী, ঢেউ তুলে তুলে ডাকে
প্রাণের গভীরে, নীলজল টলোমলো—
চেনো না এখনও, তাকে আমি চেনাবই।

দেখেছি মেলায় এক

শ্রাবণ সন্ধ্যার সেই মাতিস্ আকাশ
ময়লা চাঁদোয়া যেন এলোমেলো গোলমালে ও ভিড়ে
—কালেক্টরী দরবার বুঝিবা।

মহকুমা সদরের শিবা সব দল করে ঘিরে
শখের কনসার্ট তোলে।
চলে বেচাকেনা লোকে ভোলে
মেলার মদিরা ঢালে দোকানীরা সাজায় পসরা
সস্তার বিলাতী মালে জর্মান জাপানী
বেলোয়ারী টুকিটাকি, পুতুল, খেলেনা
চুড়ি, ছিট্ মনোলোভা, সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের
হরেক বিস্ময় তোবা তোবা
দারোগা কুড়ায় মালা, জিলাবোর্ড কুড়ায় মুনাফা
—বাবুরা কি শুধুই বাহবা ?

এদিকে ম্যাজিকে মজে, রেকর্ডসঙ্গীতে
ছাগল গিলেছে অজগর
ওদিকে বাঘের বাজি ঢোলক সঙ্গতে যুবতীর নাটে,
এককোণে চলে সারে সার আব্‌গারী, ও কোণে চালার পাশে
পণ্যস্ত্রীর বেসাতে রোজগারী ঠিকাদার খাটে।
সদরালা গাঁটকাটার পাশে আসে খেতের মজুর
চলে মারামারি
চলে সারে সারে ক্ষণিক সভ্যতা আসে দুস্থ দিলরুবা
গ্রামগ্রামান্তের খেতখামারের ভাটিয়ালী রাখালী বাঁশীর শত যুবা

দেখেছি মেলায় এক
সরল গ্রামীণ
সুস্থ যুবা, তরুণ কিশোর, গম্ভীর বৃদ্ধেরা

কুমারী, এয়োতি, সতী, গ্রামবৃদ্ধ শতশত জীবনে চঞ্চল
শিশুরা চলেছে সারাদিন
এলোমেলো বিশৃঙ্খল দুস্থ রোগদুষ্ট সভ্যতার
মুনাফায় ঘেরা
দুর্গন্ধ মেলায় হাজারে হাজারে
দেশের লোকের ভিড়
ভুলে যায় মাটি কোথা, দেখে নাকো আকাশের চিড় কোথা
শ্রাবণ আকাশে
বাতাসে বাতাসে শোনে না ঝন্‌ঝনা কোথা বাজায় শৃঙ্খল !
দেখেছি মেলায় এক তারই মাঝে গুটিকয় শিশু
উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরে যে তারা ফিরে কে তাকায়
কোন্ গ্রাম, কোথা ঘর, খুড়ারা দাদারা কে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত শিশুরা
এ ওকে শুধায়, ভাই একেই কি মেলা কয় ? বাবুদের মেলা ?

তাদের গ্রামের মাঠে তাদের যে খেলা
তাদের ধানের মাঠে তাদের নদীর ঘাটে শ্রাবণের ভরা হাটে
আশ্বিন আকাশে
তার পাশে এই কি সে মেলা ?
শিশু জানে গ্রামের মাঠের মুক্তি
শিশু জানে নদীর ঘাটের আর আকাশের
আমরা ছিলাম শিশু
আমনের আউশের
শ্রাবণের আশ্বিনের পৌষের
মানুষের মুক্তি জানি, মানুষের মুক্তি জানে
শর্তহীন চুক্তিহীন ঠিকাদার নেই
মুক্তির আকাশ
নন্দিতের বন্দীদের
বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে মুক্তি আনে মুক্তি আনি
সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা সেই

নিষ্কলুষ পৌরুষের নবীন হৃদয়
মুক্তির মানুষ
মেয়েরা, বধূরা, মাতা, ঠাকুমা হাজার
আর হাজার হাজার আমাদের নবীন হৃদয়
আমাদের, আমাদেরও !

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর সর্ষে অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ী গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান
আমরা দালাল নই মৃত্যুর চোলাই সোলা
স্নায়ুতে ঢালিনি আজও চোখে আজও জ্বালিনি ধুতুরা
তাই তো মড়কে তাই অপঘাতী মত্ততায় বন্যায় হৃদয়
আমাদের বিচলিত হয় আমাদেরই
আমাদের পৌরুষের গান
মানুষেরও, মানুষেরই
জীবনের আমাদের ব্যথার ব্যথী যে
আমর' সবাই নিজে সকল মানুষ সারা মানুষেরই বিরাট জগত
তারায় তারায় বাঁধা সূর্যে সূর্যে অণুতে অণুতে
চলিষ্ণু মুক্তিতে দীপ্র আমাদের জীবনের স্বাধীন আকাশ !

তবে তাই হোক্। হার মানিনি কখনো
খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা সমুদ্রের ঢেউ
সারা বিশ্ব ছেয়ে যাই কোথা যায় বিভেদের সীমা
ভেবেছ কি কোনো
আণবিক বোমার দানব ইয়াঙ্কি বা ইংরেজ কেউ
খণ্ডিত অণুতে এত প্রচণ্ড মহিমা ?
হার মানিনি কখনো
সেই রামের রাজত্ব থেকে রামরাজত্বের

স্বপ্ন আজও দেখি আজও শুনি সেই দীন এলাহির
প্রবল গম্ভীর স্বর।
প্রাণের স্বত্বের দাবি
কোটি কোটি চলিষ্ণু অণুতে কত রক্তস্রোতে কতনা অশ্রুতে
কত কাল নীলাকাশ সমুদ্রের নীল করেছে সুনীল !

কোথায় লুকাবে চাবি
কোন্ স্বর্ণসিন্দুকের নিচে ? কোন্ চট্‌কলে বলো কয়লাখনিতে ?
কিসের ধোঁয়ায় ? কোন্ হুণ্ডি, কোন্ খতে ? কিসের গদিতে ?
কোনো কুচকাওয়াজেই রোখেনা এ প্রাণের আওয়াজ
মহারাজ ! মহাজন ! দেখ পিছে পিছে
আমাদের অনির্বাণ প্রাণের নদীতে ছুটে আসে কাল
ঐ মহাকাল মনপবনের নায়ে উদ্দাম উত্তাল
অমোঘ অব্যর্থ নিত্য একাগ্র করাল

ইন্দ্রপ্রস্থে
তুগ্‌লগাবাদের ধ্বংসে সাম্রাজ্যবাদের
নূতন দিল্লীর ছন্দহীন বিরাটবহরে
মৃত্যুহীন মহেঞ্জোদারোর বণিকস্বত্বের সেই মড়ক মৃত্যুতে
আমাদেরই বদ্ধমুষ্টি
কালের নয়নে
অগ্নি অণুকরকায় ঝরে গেল প্রয়োগের পাটলীপুত্রের অশোকের
অলৌকিক স্বপ্নের সে সিংহচক্র নিষ্প্রাণ পাথর।
আমরা মানুষ বাঁচি আমরা মাটির লোক মাটির লোকের
জীবনে মর্ত্যের
বংশে বংশে রক্তদানে আগুনে অশ্রুতে গানে গানে
আমরা রয়েছি নিত্য মানুষের প্রাণের মশাল
দেশকাল এনেছি মাটিতে বাহুতে মুঠিতে প্রত্যক্ষ ভাস্বর

আমরা বেঁধেছি ঐ নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে
সমুদ্রে ধরেছি হাল পাহাড়ের ঘাড়
নামিয়েছি হলের মুঠিতে
সূর্যকে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নকে রাতে শত শত হাতে
বসিয়েছি কতো না শহর গ্রাম আবাদায় বাঘের জঙ্গলে
আমরাই দলে দলে

দেহমনে প্রেম ও প্রণয়ে মিতালিতে দ্বৈতের নন্দনে বেঁধে দিই ধুয়া
আমরাই কবি
আমবা খোদাই করি গান করি আমরা পটুয়া,
প্রেমিক, দোসর, মানুষের ছবি, মিল, হাজার বিন্যাস, তালে তাল
মুক্তির সম্বন্ধপাতে ঘনিষ্ঠ স্বাধীন
সৃষ্টিময়

তাই যদি হয় তাই হোক্ হার মানিনি কখনো
আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক
চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা
রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে
হাতে হাতে মাটির সন্তান সব অমৃতসন্তান বুকে আশা
মুখে মুখে জীবনের ভাষা
শোনো বিশ্বে শোনো
কোটি কোটি মৃত্যুহীন তড়িৎ অণুর মতো বিরাট আকাশে
উদার আকাশে তাই আনন্দসঙ্গীতে গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে
আমরা স্বাধীন।

স্বপ্নে কাটে শ্রাবণঘন রাত,
প্রভাতে ফেরী, ক্লান্তি লেশ নেই,
স্বপ্ন বুঝি দিনকে করে মাৎ,
তোমার দেশ আমার দেশ এই!
জীবনই গান প্রাণের প্রণিপাত।

সোনার দেশ কোনো-ই ক্লেশ নেই
মরণপণ প্রেমের জয় জয়
রাতের বুকে উষার মালা বয়
সকাল-আলো, কোনো-ই নেই ভয়
আমাদের যে অবাক দেশ এই !

জানে না হার কাঁটায় ফুল তোলে
স্বপ্নে গাঁথে কর্মসূচী-মালা
প্রভাতফেরী চলে প্রাণের বোলে
মৈত্রী আর ঐক্যে রাত জ্বালা
রাত্রিশেষ নবজীবন রোলে

কী আনন্দ আনন্দ অসীম
রাহুর দল ভাবে মেরেছে শেষ
প্রথম ভোরে অবাক করে দেশ
মেতেছে মিলে হিন্দু-মুসলিম
জলে স্থলে অসীম তার রেশ ॥

যুযুৎসুর খেদ

শরশয্যায় উত্তরায়ণ গোণো
নাক্ষত্রিক লোকসঙ্গীত শোনো
কুরুক্ষেত্রে প্রশান্ত শয্যায়
তুমি তো রাখো নি ভীষণের ভয় কোনো
দীর্ঘ জীবন লম্বিত লজ্জায়
ধনুতূণীরের গায়ে।

বুঝি না তোমার পক্ষপাতের ন্যায়
ক্ষাত্রমহিমা যে কোন্ যুক্তি দেয়।
বিদুর নওতো, খুদকুঁড়া তোলো নাকো
সদসৎ ভেবে, তবু তুমি কেন থাকো
কুরুপ্রাঙ্গণে দুঃশাসনের ভিড়ে
শত শকুনির নীড়ে!

তোমার অমরপক্ষের কোথা মুক্ত আকাশে ভাসা
তোমার শুভ্র শিরের প্রসাদে ঢাকো
কেন এ সর্বনাশা
কাকতালীয়ের ভাষা

বলো মহারথী! সারথির ছেলে যাক্—
আদিম আধির কঠিন কুম্ভীপাক
হৃদয় যে তার কুঁকড়িয়ে করে খাক।
তুমি নও দ্রোণ আশ্রিত সেনাপতি
তোমার প্রসাদে দাক্ষিণ্যেরই ক্ষতি
কেন এ সর্বনাশা!

তোমার আনন আরণ্যকের দেশে
তুষারতুঙ্গ গঙ্গোত্রীতে মেশে

তোমার আশিস্ সপ্তমাতার রূপে
প্রবাহিত ছিল কেন বা হারালে কুরুমণ্ডুক কূপে !

কোনও দিন তুমি বওনি রাজ্যভার
হৃদয় রেখেছ শুচি
কৌটিল্যের মদান্ধ সম্ভার
নিঃশেষ করে দেয় নি তোমার করুণা, স্বচ্ছরুচি
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার
হয় নি একটিবার।

তবু পিতামহ তবু পিতামহ কেন
দশটি দিনের দশবছরের দুঃস্বপ্নের কারা
গড়ে দিলে তুমি সারা
ভারতের প্রাণে সে কোন ন্যায়ের বলে,
কোন আধিয়ার ছলে
মুদ্রিত বামপাণির আড়ালে পেয়ে গেল—ঐ তারা
পক্ষপাত এ হেন
দাক্ষিণ্যের সর্পিল কৌশলে ?

শরশয্যায় নক্ষত্রের গানে
বিভীষণ বুঝি দেয় আজ হাতছানি ?
কিংবা হয়তো মরাগঙ্গার জলে মত্তপ পল্বলে
বিষাক্ত মাটি ধুয়ে দেবে বানে চরম আত্মদানে ?

এ কোন দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছামৃত্যু জানি !

ঘুরেছি অনেক

ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অন্বিষ্টের তবু আজও দেখা নেই ;
সিংহের নৈঃসঙ্গ্যে তথা শকুনের সংহতিতে ভীত
বারবার হয়েছে হৃদয়। জানি অন্বেষার খেই
নেই কোনও আকস্মিক, দৈবে কিংবা মুদ্রারাক্ষসের
হাতবদলের কোনও ক্ষেড়নাট্যে, রাজন্যবাহারে।
দেখেছি ক্ষমতা আর অক্ষমে ও কুযশের
নেই কোনও মূল্যভেদ। ভেদ শুধু দুর্ভিক্ষে আহারে
উলঙ্গে ও সুসজ্জিতে ভেদ শুধু শক্তিমদে আর
জিজ্ঞাসার স্বচ্ছ স্রোতে, ভেদ শুধু গৃধ্নু ও মিতায়—
জলে জলে যেবা ভেদ পল্বল ও সচ্ছল তিস্তায়,
কিংবা যেন বেহুলার বাসরে ও সর্পিল চিতায়।
ঘুরেছি অনেক, জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষাউৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে॥

বিহঙ্গ সামুদ্রিক

পাহাড়ের ঢল ভেঙে নামে স্বচ্ছ শতস্রোতস্বিনী।
মাটির অমোঘ বাঁকে জমে তারা ; বিপ্লবীর ভিড়
দুরন্ত ঘূর্ণীতে ক্ষিপ্র, বেগবদ্ধ, হানে শত চিড়
তরল প্রগতি তার ; ভাবে, আজ প্রাণ দিয়ে জিনি
স্রোতের পরম ক্রান্তি ; কোন দূর সমুদ্রের ডাক
মর্মে মর্মে তোলে সুর। খড়্গাপুরে এই ভীমবাঁধে
হাভেলী প্রান্তরে মাতে লালজল স্বচ্ছন্দে অবাধে
সূর্যাস্তের রক্তাকাশে ওড়ে টিয়া, ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
হরিয়াল, এঁকে যায় হিরণ্ময় হৃদয়ের ঘটা,
শূন্যের প্রসাদ এক উষসীর মুহূর্তে প্রতীক।
ভাবি পাখি ? নাকি জল ? জলস্রোত, ঘূর্ণী, লালজল,
তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল।
ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘন জটা,
কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক॥

এলোরা

আকাশে তোমার মুক্তি ; যে কৈলাসে বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার উর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে নৃত্যের সঙ্গিনী ;
সেখানে নাইকো সোনা কৌটিল্যের নেই কিকিঙ্কিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।

সে দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে ;
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাদ্যরবে,
পায়ে পায়ে পৃথ্বী জাগে সতী ভোলে সর্বংসহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে
রৌদ্রেজলে ছায়াতপে বর্ষে বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর !

আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর॥

রামধনু

অন্ধ নইকো আলো আজও উৎসুক
নতুন সকালে শিশির ছড়ায় মরানদী প্রান্তরে।
বধির নইকো, হৃদয়ের কানাকানি
থেকে থেকে ঢেকে দেয় ঝরাপাতা মরাপাতাদের মুখর দিনের
গ্লানি।

আমের বউল কঙ্কালে ঝরে
জামরুলে মরে ফুল
তবু বৈশাখী কথা রাখে নাকো, তবু অভিসারে ভুল
তমালের ডালে ঝুলাই হৃদয়, ঘাটে মড়কের বাসা।

তারা বলে ভালোবাসো,
কেউবা বণিক কেউবা গণক প্রাণের মানের চরে
সোনালি রুপালি চরে। ঘড়া ঘড়া তুলে ভরে
কালো কবন্ধ দস্তুর ভালোবাসা
কেউবা শুধুই বুলি দিয়ে যায় খাসা,
ভালোমন্দের ডালে আব্ ডালে সাত-রাণী খেলে পাশা।

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?
ঘরে বসে কি যে লিখে যাস হিজিবিজি
ওরে নির্বোধ শুনিস্ না পথে গান্ধীজি গান্ধীজি ?
সেদিনও তাদের গবেষণা বৃথা, আজও বৃথা পথে খুঁজি।
বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংরেজিনীর খেলা।
তাই ঘৃণা, তাই যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে।

ধৈর্যের টানে জ্যাবদ্ধ রাখো ধনু
হে বীর অতনু আসন পূর্ণ করো
নয়নাভিরাম ছদ্ম আর কি সাজে

আকাশ বাতাস উদ্যত থরোথরো
অনাহার আর অনাচার সহে না যে
হানা দিয়ে যায় বহুরূপী মহামারী
হানো বৈশাখী টঙ্কারো হরধনু
গুরুগুরু মেঘে দ্রিমিকি দ্রিমিকি বাজে
বিশ্বামিত্র সামগায়ত্রী ধরো।

দক্ষিণাপথে কল্কীর খুর গাজে,
তবু বামাচারে নেই সহজের আশা
গালভরা সুখে ম্যাজিকে মজে না মন।
বিন্ধ্য তোমার নোয়াই স্থাবর ঘাড়
ভূভারতে গড়ি পূর্বাপরের হিমে হিমে যে পাহাড়
পৃথিবীর মানদণ্ড সেই বিরাজে।

কোথায় পালাও ? কাতরে শুধায় নির্ভয় নির্বোধকে
নাটুকে ডাকের নামাবলী গায়ে বৃথাই বাঁচাও চামড়া
চাঁটি মেরে বলো চম্পট কোথা দেবে যত করো চোখ লাল,
কাকে শোধরাবে শাসিয়ে ? শুধায় মন মার্-মার্-কাট্-কে।

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
মুলো বটে তবু রাজত্বয়ার
সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুদো ভোগে—মজা এ ত্বনিয়ার।

কত না নহুষ দক্ষিণ হাওয়া ফাঁপায় ফাঁসায় ফোলে
কত উভচর, মাটি পায় নাকো, ঝোলে
তবু আশঙ্কা তবু সিন্ধুকে মরা !
একঘরে তবু স্বর্ণলঙ্কা ভরা !

ঐ বৈশাখী।   দক্ষিণে তার চৈতী ঘূর্ণী চুপ,
কালবৈশাখী!   দক্ষিণে তার উড়েছে সরীসৃপ
উত্তরে তার উমার আরাম কিংবা আনত সীতা
জনকতুহিতা আকাশে মেলায় মাটির জম্বুদ্বীপ
জামদগ্ন্যের হরধনু বাজে পৃথিবী দীপান্বিতা।

হৃদয় আমার লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
আমারও হৃদয়
শিশুর শুচি ও সুচির হৃদয়
আকাশে যখন রামধনু ওঠে রামধনু নীল আকাশে
ক্ষণিকপ্রাণের অক্ষয় বরাভয়
লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
তোমার হাসিতে হে শিশু কুমার রাঙাসন্ধ্যায় আমারও হৃদয়॥

দিনান্ত

দিন শেষ হয় রোজ
দীর্ঘসূত্র যুগান্তের ইন্দ্রপ্রস্থে মরণের ভোজ সেরে
সূর্য ফেরে প্রত্যহই সহিষ্ণু আস্থায় উদয়-শিখরে।

বর্ণাঢ্য বিদায়ে তার ক্রান্তির বারতা
আকাশে আকাশে মুক্ত নিবাচনে দু'হাতে বিতরে।
তার পরে ঘরে যায় অন্ধকারে
যেখানে দয়িতা পতিব্রতা
কিংবা কোনো সেবাব্রতা হৃদয়সম্ভারে
হৃদয় বিলায়
যেখানে ঠিকরে বিচ্ছিন্নের পরম একতা
ইন্দ্রনীল নয়নের ক্রান্তির বারতা
সংসারের শান্তিতে মিলায় আসন্নের উদয়-শিখরে।

দিন শেষ হয় রোজ
তবু পলায়ন কোথায় সম্ভব বলো
গ্রীস চীন ইরান কাম্বোজ
সব ঠাঁই একই দিন আজ সারা ভূভারতে দেশে দেশে
সূর্য ফেরে দিন-শেষে মধ্যাহ্নের মল্লের আখড়ায়
রক্ত-বস্ত্র রুদ্ধশ্বাস তাপ ফেলে প্রত্যহই উদয়-শিখরে
ছায়াস্নিগ্ধ ঘরে যায় সে নিষাদ
কপোতকপোতী সম ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো আপন কুলায়ে

দিনান্তে বিষাদ আনি হে শাশ্বতী তোমার প্রসাদে
তোমার প্রবাহে
ধুয়ে দিই প্রতিবাদে
সহিষ্ণু তোমার প্রতিষ্ঠায় হে সরযূ, প্রাণ-অবগাহে ॥

এক জল্‌সায়

বন্দেমাতরম ব'লে যায় যাবে জীবন চ'লে

এক ঝাঁক গতিশুভ্র বল্‌াকা
এদিকে এ কোন পারিজাতভুক্‌ পাখি !
এ কে গান করে !   আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান !
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকাবাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষারচূড়ায় স্বচ্ছ হাওয়ায় কৈলাস নির্মাণ।

কখনো নিথর হাওয়ায় সমান নীল নির্ভরে ভাসা

কখনো বা পাখা ঝাপটে ঝাপটে
চমকায় হাওয়া গতির দাপটে
সোনালি ঈগল কী দ্বন্দ্বে দোলে প্রাণ !

হে চক্রবাক্ !   হে আমার যৌবন !

সন্ধ্যা সোনালি বয়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হতে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনীল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি—
এক ঝাঁক আলো, আলো করে গান—

দিনে রাতে করে কে মাল্যদান !
আরও এক ঝাঁক বকের বলাকা !
আহা একী গান মিলিয়েছে পাখা
হৃদয় আমার বিলিয়ে দিয়েছে আমারও হৃদয় তাই

এই আনন্দ এই ভৈরবী স্বরে
এ কোন দোয়েল ডাক দিয়ে যায় এই শহরের ঘরে
হাওয়ায় ওড়ায় কুরুবক মন্দার
তাকেই তো খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে
সেই চেনা স্বর চিনি নাকো মুখ যার।

হে চক্রবাক্ হে আমার যৌবন !
জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন ॥

অবিচ্ছিন্ন কাব্য

পল এলুয়ারের জন্য

শুনেছি সেকালে নিরাপদ কবিগানে
কোনো কোনো কবি নিরালা মনের ঘরে
বেঁধেছিল নাকি কমল বনের এঁকে
কিংবা ওঁকেই—কোনো এক বীণাপাণি।
আজকাল আর ব্যক্তিগত সে স্বর্গের
স্বপ্নও মনে সহজে আসে না কবিদের।

আজকাল ঘরে পাঁচিল ভেঙেছে, যাতায়াত
বিশ্বের যত বাস্তুহারার, কান্না
এবং হাসিতে নিভৃত আলাপও একতান;
দিন আজকাল অনেক রৌদ্রে দীপ্ত,
সন্ধ্যা একালে আরো ঘনঘটা অন্ধকার,
সুপ্তিও ছেঁড়া দুস্থ রাতের কবিদের।

মালবিকা সেই যক্ষকান্তা মেঘম্লান—
তারাও একালে ঝকৃঝকে দিনে তলোয়ার
কিংবা সন্ধ্যা মেঘজর্জর যুগান্তে
তাদের বাহুতে কালবৈশাখী বিদ্যুৎ
তাদের নয়নে ফসলমাতানো বন্যা,
ক্ষুরধার স্রোতে গান ভেসে যায় কবিদের

সুতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরনী,
বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসি কাঠ,
নয়নে ঘনায় ছায়া স্বদেশের জনগণ,
আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের॥

ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায়।
রাত্রি আজকে মধ্যদিনের আগুন।
স্বপ্নে কেবলই রাত্রির বিধিনিষেধ
ছেঁড়ে আর ঘোরে—নয় নয় কোনও ঘোমটায় ঢেকে নয়—
শীর্ণ নগ্ন পিষ্ট চূর্ণ পথ
শুধু রাজপথ

পথের মানুষ
পথের পুরুষ, মেয়েরা, শিশুরা
পথে পথে চলে অসহায় চোখ
মরামুখে জলে শাদা কালো চোখ
নিভন্ত চোখ, জীবন্ত মুখে জ্বালাভরা চোখ, মরিয়ার চোখ
স্বপ্নের চোখ স্রষ্টার চোখ

ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।

আকালের ভিড়, দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীনভারত
ট্রেড্‌মার্ক ভিড়
আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড় ছাঁটাইয়ের ভিড় ধর্মঘটের
ধর্মধ্বজের প্রতিবাদে ভিড়, দুস্থের ভিড়,
স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে

আজ কেউ কাল কেউবা সেদিন
পাহাড়ের নীল নামায় নিবিড়
স্বপ্নের অতলান্তে
রক্তে এবং রক্তহীনের হাড়ে ঝলসায় রাজপথ
সমুদ্রে পর্বতে

দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান অনেক চোখের
স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন।

তুমি ভাবো ওরা করবে কণ্ঠবোধ ?
দ্বন্দ্বে তুলিবে মন্থিত হলাহল ?
কত না চাতুরী কতই না কোলাহল
জাগায়, কখনো কাকুতি কখনো ক্রোধ
শতেক খেঁউড়ে নরমে গরমে রূঢ়।

ওরা তো জানে না ওবা যে কার পুতুল
ত্রিভুবনে আজই ওদের রাজার বাজি
কত সাধুকথা বেভিনের কাবসাজি,
ট্রুমানের যত সত্যাসত্যে ভুল
বুঝি না আব যে তাও কি বোঝে না মূঢ় ?

এর কানে দেয় ওর বিরুদ্ধে শলা,
ওকে গিয়ে বলে এরা কেটে দেবে গলা,
ওদের কুলে তো ওবা নয় প্রহ্লাদ
দেশ জুড়ে আজ খুঁজে ফেরে জল্লাদ
বৃথাই, বৃথাই এত মন্ত্রণা গূঢ়—

সমুদ্রে আর ওদের তো ঠাঁই নেই—
সে নীল এ দেশে এই নীলকণ্ঠেই।

হারিয়ে সে তো যায় না, সে তো
কোনও মতেই মানে না হার
দিগ্‌বিদিকে আঁধি ঘনায়—
কোথায় এখন গেল কুমার!

দৈত্যদানো দিচ্ছে হানা,
ডালিমডাল ছিঁড়ল বুঝি,
তারা কি শোনে মুখের মানা !
জীবন দিয়ে মরণ যুঝি।

কোথা কুমার ? পক্ষীরাজের
হ্রেষায় কবে ঘুমের দেশে
জাগাবে প্রাণ, সেই আওয়াজের
আভাস আসে, হাওয়ায় ভেসে ?

তাই কি কড়ির পাহাড় ভাঙে
হাড়ের ডাঙা ভিজে সবুজ,
হাজার মেঘে আকাশ রাঙে ?
জানি কুমার নয় অবুঝ

হারিয়ে সে যে যায় না জানি,
কোনও দিনই সে মানে না হার।
ঘুমের দেশে দানোয় হানে,
ভাবছে তারা ঘুমিয়ে কুমার !

তুমি কি নামাও মুখ ? কেন ঢাকো মেঘময় চোখ ?
তোমার যন্ত্রণা সে যে ক্ষুরধার জীবন আমারও
দিনরাত্রি, অপমান ব্যর্থতার নিদ্রাহীন ক্রোধ
আমার কপালে জ্বলে, কেন ঢাকো বিদ্যুৎ আলোক।
বিস্তৃত বিশ্বের কাব্য মানুষের দীর্ঘ সভ্যতার
চেতনা বিনিদ্র জ্বলে দিবারাত্রি, তাই এই রোখ্,
তাইতো আমার চোখে দৈনন্দিনে এই প্রতিরোধ
আমাদের হতমান ম্লানমুখ ভাঙাঘর নিষ্পিষ্ট প্রত্যহে।

শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ; জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,
বস্তু ব্যক্তি বিশ্ব ব্যক্তি বিষয় বিষয়ী রূপে রূপে
রূপেরই জীবন্ত দ্বন্দ্বে শত জিজ্ঞাসার রূপান্তরে আশা,
তবু নিবাহের শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব উপমা পেয়েছে
হৃদয়ের অভিযানে কারখানার বসতিতে খামারে গদীতে
ব্যারাকে ব্যারাকে। কাব্যের যুদ্ধের মিল আজ মেলে
অশ্বমেধ তীর্থযাত্রায় না, বারিকেডে, কলমে না, মিছিলে মিছিলে,
সংগঠনের স্রোতে গঠিতের সংহত সংঘাতে।

কথাকে যে রূপ দেবে গণ্ডীতে অধরা
তীব্র অনির্বচনীয়ে বেঁধে দেবে নির্দিষ্ট নিশ্চিত
ঐতিহ্য যেখানে জীব্য সচল মুষ্টিতে,
বর্তমান ঐকতান ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে—
গলির মোড়েই, তবু অফুরান কোথা সেই সাধনার সীমা
সেই গলির সীমানা ? শব্দে শব্দে প্রতিযোগ
সাযুজ্যের স্বাতন্ত্র্যেই যোগাযোগ, উভয়ত সমতায়
বিলুপ্তি তো নয়, সেই গলিব সীমানা, পায়ে চলার পথের
শেষ কোথা, ম্যাকাডাম রাজপথ নয়। শব্দে শব্দে প্রতিযোগ,
ঘাটে ঘাটে ভাবো নদী, বাংলার ঘাটে ঘাটে
একই শব্দে শত রূপ শত প্রতিবাদ জমে শত ব্যবহারে,
কিছু তার ভেসে যায়, কিছু ধুয়ে, কিছু রয়ে জীবনে জীবনে
ঘরে বাইরের স্রোতে মুখের আলাপে।
অক্ষরে অক্ষরে স্বত্বের সংগ্রাম, দায়ভাগের বিন্যাসে
যোগে ও বিয়োগে আর নব আগন্তুকে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায়
দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধের পালা, স্বরে সুরে সংঘর্ষ সংযোগ।
একটি বাচনে কাঁপে একটি ভঙ্গীতে সমস্ত ভাষার
বাংলার, ভারতের, মানুষেরও সমস্ত অতীত (অবশ্য একটি ঢেউ)

সম্মুখীন মোহানার ঘোরে কল্লস্রোতে ভবিষ্যতে—
অথবা বন্যার তোড়ে বাঁধের সংস্কার—নাকি কেটে দেবে খাল ?

একটি কবিতা তাই উৎসারিত মর্মান্তিক আততিতে
মুখোমুখি বর্তমানে মুহূর্তে সঙ্গীন—
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারাগরক্তসম তন্দ্রাতলে হয়ে যায় লীন
কিন্তু যা যাবার আগে উঁচায় সঙ্গীন
সেইরকম মুহূর্ত,
অনার্য আর্যের, কৃষক ও শাসকের, বৌদ্ধ আর ব্রহ্মণ্যের
গৃহস্থ ও ধনিকের, স্মার্ত আর লৌকিকের, শ্রমিক ও ধনিকের
স্থানে কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে
অনন্য ও অন্যোন্য সূচ্যগ্র মুহূর্ত এক,
তবু তার আততির ভাষা একাগ্র সন্ধানী চূড়া
বিস্তারিত পাহাড়ের, শেষ যার অগোচরে,
তবু তার লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত অমোঘ
কৌরব রাজন্যে নয় অর্জুন বা একলব্যে জ্যামুক্ত সার্থক।
খুঁজি সেই একলব্য চোখ, মন, হাত। দেখা যায়
সেই মন সেই চোখ হৃদয় রাঙায়, সে আঙুল বেঁধেছি মুঠিতে।
সেই সাধ্যে গেঁথেছি সাধনা। কাব্যে সে সন্ধান জীবনের।
একটি জীবন বটে, অনন্য, তবুও সমস্ত ভাষায়, অন্যোন্যও।
তাই জাঠায়, মিছিলে, শোভার সন্ধানে যাত্রী মিটিঙের মুখে

কাব্যের যমক, অনুপ্রাস, উপমা বা উৎপ্রেক্ষাই
যে দাবি জানাতে হবে, যে জুলুম বন্ধ করনে হাঁক
সে দাবি কবিতা, সেই জুলুমের জ্বালানি আমরা
সবাই, মানুষ, শিল্পী, কবি। অস্তিত্বের মর্মে মর্মে
জীবনের রক্তে রক্তে, চৈতন্যের অস্থিতে অস্থিতে
জুলুম ও দাবি লড়ে অতলান্ত আততিতে,

তাই তো দ্বন্দ্বের স্রোত কোটালের বান আর
এদিকে স্বপ্নের কূপও, আর্তেসীয় কাব্যের নির্ঝরে
তাই তো হাজার শিলা, যন্ত্রণার অস্থির সংস্থান।

শব্দের অর্থের ছন্দেব স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই
শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমে
কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্ত ও অন্যোন্যেব
যোগাযোগ অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচাব
ধ্বংস হোক গাই, অভিধার স্বত্ব-নিপাতনে
ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে
জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে। জীবনের দাবি।

তাদের চোখের ব্যঞ্জনায় আমি যে দেখেছি
উত্তোলিত বাহুব মুষ্টিতে, প্রবল আওয়াজে
সম্মিলিত পদক্ষেপে সমাহিত অতীত জীবন
বর্তমান জীবনের বিন্যাসের যোগাযোগে উৎসারিত
ত্রিকালের মুহূর্ত-চূড়ায় চূড়ায়িত, লক্ষ্যভেদে তীর কিংবা বর্শাব ফলক এক!
মৃত্যুঞ্জয় তাই তো জীবন, জীবনে মরণে একাকার।
কবিতার সমাধান জীবনে গোচরে আজ কবিতার
আত্মদানে, যেন মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পর্বতশিখরে।
হয়তো শিখরও ডোবে ঊর্মিল কল্লোলে, হয়তো বা
প্রাণ দেয় গুলির জুলুমে, হয়তো বা মাথা তোলে,
জেগে ওঠে উপলক্ষ্যে, ভাষণের দাবি কিংবা প্রয়োজনে,
মুখ্য নয়, হাতিয়ার, একাগ্র সঙ্গীন।

শব্দ ভাষা ছন্দ ইত্যাদির মুষ্টিমেয় গঠনের
সংবেদন দ্বন্দ্ব জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুষ্টিবদ্ধ,
গৌণ কিন্তু অকৃত্রিম, চালিত এবং আন্তরিকও,
একতার বহুধাসাধনে মুঠি মুঠি প্রতিবাদ
জুলুমের দাবির সম্বাদ। সর্ব কাম ত্যাগ ক'রে

এই তবে। বাকি সে তো একান্তে তোমার
অদ্বৈত-নিশ্চয় কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতে সম্ভোগ-দ্বন্দ্বের
বিলাস, সে তোমারই দায়, তোমার হৃদয় মনে কি মাত্রায়
মিলনের কিবা রূপ দেবে, সে জানো তুমিই
পায়ে চলা দীর্ঘ গলি নাকি দ্রুত প্রশস্ত এস্‌ফল্ট রাজপথে,
রূপ তোমার জীবনে কবিতার নব কলেবরে রূপ
বিশ্বরূপ জনগণে, প্রত্যক্ষে ও অগোচরে যেদিকে তাকাও।
ক্লৈব্যে নয়
রচনায় সংগঠনে শিল্পে কর্মে আততির সচেষ্ট সংযোগে॥

প্রতীক্ষা

তুমি করো গান,
তুমি আঁকো ছবি,
কর্মে রচনা করো তুমি নব প্রাণ,
তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।

আভাস পেয়েছি। তবু নীলাকাশে আসে না নেমে,
নানান রঙের মেঘমালা আজও দু'চোখে ধাঁধে।
ঊষসী! সে কবে ধরবে হৃদয়ে এ ঊষা হৃদয়?
কবে স্বাধিকার-প্রমত্ত দাবি ছাড়বে বলো
কাকতালীয়ের অন্ধ-যযাতি কার্যকারণে রাজজীবিকা?

তবুও দেখেছি রুদ্ধ মেঘের অনেক ফাঁকে
সূর্যোদয়ের মিছিলে মিছিলে সূর্যাস্তের
ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে শুরু আলোর ডাকে
নবজীবনের সন্ধ্যাভাষায় আকাশসভায়
রঙের সপ্তসমুদ্রপারে স্বচ্ছ আকাশ।

উষসী! সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ উষা হৃদয়?
কবে খুলে দেবে হেমন্তিকা ও ঘোমটাখানি?
তিন-পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেবে চোখের ছায়ায়
খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পায়ের মায়ায়
আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ?
আভাস! পেয়েছি হে অনামিকা।

তারার দীপাবলী নীলে নীলে,
দেয়ালি গাঁয়ে গাঁয়ে দীপাবলী
পাহাড়ে আঁধারের কোলে কোলে!
তোমার ছায়াপথে আমি মেলি,
চাঁদিনী! আজ তুমি কি অমাবস্যা
তোমাতে এ-তমসা যাক্ মিলে

মশাল ঘোরে মাঠে হাট-পথে
ছেলের দল চলে মেয়ে কত
দেয়ালি দিলদার কার সাথে
কে মেলে হাতে হাত, আজ রাতও
ঝুলন, নাকি রাস! হে অমাবস্যা
তোমার নীলে নীল স্বপ্নাহত

আমার নীলাকাশে, তোমারই যে
প্রাণের দীপ জ্বালে শতশত।
হৃদয় জ্বল্‌জ্বলে, আশাহতও
ভাষায় জেগে ওঠে, ঢোল বাজে
নাচের ফুলঝুরি, এ-অমাবস্যা
তোমার দেয়ালিতে পায় নিজে।

জ্বালাও দীপাবলী, অমার রেশ
স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—

আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ
আঁধার পৃথিবীতে ক্ষেতে কলে
খামারে কারখানায় এ-অমাবস্যা
মিলাও দেয়ালিতে বিলাও শেষ ॥

গান গেয়ে গেলে, মনপ্রাণ সুরে সুরে
ছড়াল হাজার ধারে,
সন্ধ্যা-আকাশে ছড়াল যেমন মেহুর চূড়ার পারে,
হাজার আলোর ঝর্নায় সুরে সুরে
মধুর তোমার দূরবিদেশের সুরে
দাক্ষিণ্যের ভারে ।

শোনো ওগো শোনো সিন্ধুপারের পাখি
এ রাঙামাটিতে হৃদয় মেলাবে নাকি
এ নীল আকাশে ভুবাহু কি বাঁধবে না
বালি-ঝিরিঝিরি সোনা-ঝলোমলো জলে
করবে না পারাপার
আঁচলে কি তুলবে না
চেনা চামেলি বা হেনা ?

তুমি কি কেবল স্বপ্নেই দেবে ডাক ঃ
বেহাগে বাজাবে বীণ ?
সূর্যোদয়ের রক্তে কিংবা সূর্যাস্তের মেঘে
পূবপশ্চিম রাঙা
আকাশ শিকলভাঙা
ঘুমভাঙানিয়া
তোমার গানের সুরে সুরে ঘুরি ক্লান্তিবিহীন জেগে
এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্তি ?
দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছ দিন ।

এখানে কঠিন মাটি, পাথর কাঁকর লালমাটি . .
উৎরাই খাড়াই, রুক্ষ মাঠে মাঠে তরঙ্গিত ঢেউ
জল নয় শুষ্কতার, তারই মাঝে এরা কেউ কেউ
আউষ কেটেছে, কেউ বুনেছে আমন, কয় আঁটি
পাটও দেখি এক ঘরে, সর্ষে কেউ কেউ অড়হরে
এনেছে ক্ষেতের রং প্রাণের রঙের সোনালিতে,
কঠিন মাটির তারে এরা সুর জীবনের গীতে,
এরা কেউ হার মানে নাকো আজও বাঁচে ঘরে ঘবে
জন্ম প্রেম দ্বন্দ্ব আর মরণের অমোঘ আকাশে,
এদের নক্ষত্র-গান ক্ষয়হীন আকালে অসুখে।

গাঁতায় করাও চাষ সম্মিলিত মরাই খামারে
মিলুক ধান ও বাহু, রাত্রি আনো চেরাগেব পাশে
চোখে জ্ঞান বদ্ধ হাত সুরে সুরে এক সুখে-দুখে,
যেখানে ফলন্ত মাটি বর্ষফল ছড়াবে সবারে॥

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগ্‌ল
সে আলো কি আজ দিঘারিয়া বেয়ে সন্ধ্যা ?
নীল পশ্চিমে ফেরার মেঘেরা জাগ্‌ল
জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝর্না।
দুচোখে ঝলসে ভাঙে বুঝি কারাবন্ধ।

জ্বলে দিগন্ত, রঙের মুক্তি, তুমি বিদ্যুৎপর্ণা,
তার মাঝে যেন প্রাণের প্রতীক ছন্দে
তোমার স্বচ্ছ যাওয়া-আসা, যেন প্রাণের হরিণ মাগ্‌ল
তোমার পায়ের কুরঙ্গ মিল কিংবা বুঝি বা লাগ্‌ল
ঝিরিঝিরি স্রোতে হাতে-হাত বাঁধা দ্বন্দ্ব!

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের স্বপ্ন লাগল
সে-আলো কি আজ তোমারও হৃদয়ে জাগ্‌ল ?

সে-আলো কি আজ জাগে পূর্ণিমা চন্দ্রে
হাজার তারায় ? ভোরাই স্বপ্নে সন্ধ্যা ?
আমারও স্বপ্ন ইন্দ্রধনুকে ভাঙল
ছড়াল আকাশে রঙের বন্যা ! তুমি সে মুক্ত ঝর্না ?
আমার চামেলি আকাশে আঁধারে গোলাপবন কে হানল ?
কার গানে জাগে ঘুম-ভাঙানিয়া বনশিউলির গন্ধ ?

গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝর্না,
পাহাড় ডিঙায়, পাথরের ঘায়ে পাথর ভাঙে,
শত বাহু চলে শুভ্র, রুপালি, বালিতে ধোয়া
আলোকে স্বচ্ছ, ছড়ায় করকা, যেন অপর্ণা
হিমানীর ঘরে ডাক শুনে রাঙে
ছুটে চলে কোথা লেগেছে আগুন ধোঁয়া
কি দক্ষ-নাটে, ভস্মে সে কোন্ !

অবাক শালের পলাশের বন !
চলে নদী বেঁকে অমোঘ গতিতে গাঁয়ের পাশে
দুর্বার গতি বাঁধ ভেঙে ভেঙে বেঁকেছে গাঁয়ে।
তবু কে বিলাসী নহুষ লোভে
টানবে নদীকে বাগানে বানাবে সখের সেতু
জাপানী বাগানে নকল কাশে
বিলেতী কাঁকরে কারারা-য় গড়া মেয়ের গায়ে
ফোটাবে ফোয়ারা, চায় সেহেতু
মরে যাক্ নদী থাক্ হোক্ গ্রাম তবুও বাঁয়ে
জলে টানো রাশ, মরিয়া রাগে
পাথর চাপায় মূঢ় শান্তিতে চাঙড় চাঙড়
যেন পেয়াদার অন্ধ চাপড়।

তবু নদী চলে সফেন মুখর
তবু জলে জলে ঘূর্ণী জাগে

ট্রামের তড়িতে ট্রেনের আগে।
আরো আনো আরো পাহাড় পাহাড়
কড়ির পাহাড়ে আছে যত হাড়
সিপাই সান্ত্রী যত অনুচর
দাগাও দালাল লাগাও কামান কোটালের বান নদীর বাঁকে।

নিস্রোত নদী, চলে না ধারা !

তবুও নিথর পাখির ঝাঁকে জলের বাঁকে
চলুক চাবুক, তবুও সারা
ফল্গু অচল, দিক্‌বিদিকে
একদিক তার যাবেই গাঁয়ে
যাবেই বাঁয়ে সে, নিয়েছে শিখে
ধর্মঘট কি ? নদীর ধারা
ইতিহাস যেন, ব্যর্থ করেছে সর্ব পাহারা
চঞ্চল প্রাণ পাহাড়ে ঝর্না
তাই হিমহ্রদে গোপন কি আজ পূর্বরাগে
স্তব্ধ তাপসী তাই অপর্ণা ?

পঞ্চবটী

তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল জানি।
ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী,
বাতাসে গন্ধ, উৎস কি ফুলদানি,
নাকি সে তোমার হৃদয়সুরভি হাওয়া ?

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি।
কালের বাগানে থামে নিকো আসাযাওয়া,
ত্রিকাল বেঁধেছ গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

কালের মালিনী। তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক্ আগামীর সন্ধানী—

তাই দেখে ঐ কাল হাসে দুলে দুলে।

এখানে ঢেকো না সূর্য, এখানে যে একটি হৃদয়
দুহাতে শীতের রৌদ্রে ছড়িয়েছে অনেক—আমারও
জীবনের মাঠে-বাটে নদীপথে পাথরে বাগানে
প্রাণের আরাম আলো ছড়িয়েছে, সে প্রসাদ কারো
আকাশে আনেনি ছায়া, নির্বিশেষ সে হৃদয়দানে
তুলাদণ্ডে রাখেনি সে দাবিদাওয়া ভীরু বিনিময়—

যদিও বা রেখে থাকে, তবু তার হৃদয়ের আলো
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, কিংবা বুঝি ফুলেরই প্রতিমা,
সূর্যঘট ছেয়ে তার বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু,
হরধনুর্ভঙ্গে নয়, বরদা সে, ঐশ্বর্য বিলাল

হাসিতে ভঙ্গীতে মিত্রাক্ষরে তার, তার স্বচ্ছ তনু
বিরহে যা রৌদ্রে নয়, মানি, কিন্তু ঝুলনপূর্ণিমা।

কি জানি তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি,
তবু প্রকৃতিতে রূপায়িত মনপ্রাণ।
সে ছবিতে এক হয়ে গেলে তুমি রূপকে,
হৃদয়সংবেদনে ভরে দিলে গান।

হয়তো বা ভুল, বৃদ্ধে কিংবা যুবকে
তোমার কোমল হাতের সঠিক বাণী
বুঝবে, আমি কি শুনেছি নিজেরই ভাষা ?
আকাশে মাটিতে জীবনে যে কানাকানি
মনে মনে শুনি সে কি শুধু অনুমান ?

জানি না, তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি।
তোমার জীবনে দিগন্ত পটভূমি
শুক্লপক্ষ কতদিন দেবে তুমি
সে জানো তুমিই, আমার রাতের আয়ু
নাক্ষত্রিক, নিত্য সেখানে বায়ু
আলো উত্তাপ—আর অতন্দ্র প্রাণ।

এখানে নতুন পাতা, সাইরেনে সাইরেনে
আবেক বছর এল রাত্রি ভেঙে বারোটায়!
কে জানে স্থবির সময়ের দুরন্ত ছোটায়
পরাগ ওড়ায় কে ও! কিবা হবে তাই জেনে ?
উদ্বৃত্ত কুড়াই, কালের ফুলের বাগানের
মালিক বা মালীর দাক্ষিণ্যে, মালিনী খেয়ালে
যা দেয় দুহাতে নিই, বাঁধি গতির দেয়ালে।
দান যদি ঝরে, থাকে রেশ কালের গানের,

ছবি থাকে। হে কাল হে মহাকাল। তাই চাই
আনন্দমর্মরে সাধারণ্যে দুঃখী সুখী দিনে
দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যের উৎস স্থির,
অতীত তো বনভূমি, পূর্বাপরে জীবনের তৃণে
চাই না খোদাই ঝর্না সুরসুন্দরীর নৃত্যে।
কিংবা চাই, মূর্ত ইতিহাসে ত্রিকালেশ্বরীর
গতির ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্তে।

পঞ্চবটী ডাকে আজ পান্থজনে, উদ্দাম উধাও
কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায়, হাওয়ার মর্মরে
শৈশবের হাসি ছোটাছুটি কলরব আজ পাও
শুনতে কি পাও কিছু কালের পাথরে

নতুন ব্যঞ্জনা ? আজ প্রতীক কি প্রত্যক্ষ নির্ঝরে ?
হেমন্তের দোলা পেল নিদাঘের স্তম্ভিত সন্তাপ ?
দম্পতি—চালশে আর বাইশেও, প্রেমের প্রতাপ
মেনে আসে পদচারে অসঙ্কোচ ইতস্তত সবুজবাসরে,

সাইরেনের পরে স্নাত শ্রমিকেরা শুভ্র অবসরে,
নানারঙা ভিড়ে আসে সুরসুন্দরীর পাশে নানান বিন্যাসে।
গুণ্ঠিত বৃদ্ধের মতো, যারা আসে রৌদ্রের প্রত্যাশে
মাথায় জড়ানো গল্প, সেকালের দূর অভিশাপ!

দিনে দিনে সন্ধ্যায় সকালে বৎসরে বৎসরে
কালের প্রাচীন মূর্তি হাসে তার অম্লান অভ্যাসে ?
মালিনী! দেখেছ ঐ খেলায় মেলায় কাল সম্পূর্ণ সন্ন্যাসে
আকণ্ঠ তৃপ্তিতে হাসে, খেলেনা ও সাপ!

তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘরে ॥

এল্‌সিনোরে

এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা
এখানে, এখানে শীতল বন্যা বজ্রে ও বিদ্যুতে
আজ এই, আর কাল হয়তো বা শ্মশানকালীর জ্বালা,
একফোঁটা জলকণা নেই, চোখ
এমন কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা !

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিশ্বাস।

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ও দিকে আকাশ মুক্ত অথচ এল্‌সিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধপাপের খুন।
তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস !

দুইতটে এসো বাঁধি বৈশাখী বন্যা
পাগলা হাওয়াকে গড়ে তুলি এসো দৈনন্দিন দ্বৈতে
আমার মরুভূ আমার অকালবৃষ্টি
বাঁধব দুজনে পাহাড়ভাঙানো তটে তটে গড়া ঝর্না
পরস্পরের সাধারণ্যেই তোমাকে চাই অনন্যা।

চিন্তা আমার গুহাহিত, উদ্দেশ
রাজায় পায় না, হন্তারকের হাতে
অধরা চিন্তা, এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ।

শোনো ওফেলিয়া দোঁহার আত্মদানে
তোমার শরীরে সারেঙীর গানে গানে
জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর।
মন দাও প্রাণ দাও সারা দেশে অনাচারে জর্জর

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
কূটচক্রের অন্ধ আঁধারে ভাষা
তোমার উৎসে যদি পাই উচ্ছ্বাস।

ওরা কি সবাই দেখেনি বিরাট ছায়া
বধির কালের অতন্দ্র অধিপতিকে ?
এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এল্‌সিনোরের অলিতে গলিতে শিউরে ওঠে নি সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।

পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংহতি
মেলাও অতনু-রতিকে।

বন্ধু আমার বিশ্ব মিলায় হাতে।
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
আশা হতাশার অগম প্রত্যাশায়।

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বর তনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ ছুতারার গান
আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
তুমি সখী বধূ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

তোমার সত্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে
হঠাৎ মেঘের অকাল ধারায় মেটে না আমার তৃষা

দিশাহারা ঘোরে আমার শপথ এলোমেলো চৌদিকে।

নবীন তোমার দুবাহু আমারই পিয়ালগাছের শাখা
বৃদ্ধ পিতার বৃথাই অন্ধ দাবি
(মাটির কি দাবি কুরুবক মন্দারে ?)
কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবি ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী চাটুকারে।

তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার
এসো দুইজনে মৃত্যুর পূতি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।
এল্‌সিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে।

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্বমুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতিঘন ভাষা।

কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো
ওফেলিয়া তুমি মিথ্যা হিশাব গোনো
এনো না কো চোরাগলি
বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলি।

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধদলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ
এবারে তো হবে ভাঙতে এ বিকিকিনি দীর্ঘ আশার বলে
এই প্রেতলোক জীয়াতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে।

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিংবা কালের বাগানে আমার ঘুমভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ॥

জল দাও

ফাল্গুন আরম্ভে তার
এক হিশাবে অবশ্য মাঘেই,
কিংবা তারও আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরল সজল সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে

ও বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিংবা তারও আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে
গোল্‌মোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐকতান থেমে যায় জামরুল বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তারপরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে
কিংবা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও
ক্লান্ত সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি

ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ সাদা বেল ফুল।

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোলমোরের সাবেক জৌলুষ—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্ণমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিংবা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ মরীয়া হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিংবা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ

কোথায় যে যাবে ভাবে কোন দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় দুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিংবা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্‌কিন ! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়।

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগানে বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার-মরার চরম যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিস্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে !

কমিষ্ঠ যন্ত্রণা—না হ'লে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্তসেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি

আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুকৃতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে নিজে কিংবা সবাই বেশি বা কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কারো বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোণে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়।

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায় ?
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?
তবু সন্ধ্যা চৈত্রসন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাতে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসম্বাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক সিংহকণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা। তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুণেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিংবা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে,
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কাবতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

কিংবা বুঝি মোহানার গান
হুগলির নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারাণের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের

অথচ নিস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলনে বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিংবা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান

প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য উর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা।

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো-তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে॥

১৯৪৬-৪৭